১০

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 10 NOV 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

জরাজীর্ণ ভবন ॥ শিক্ষক স্বল্পতা ॥ উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি

টাঙ্গাইল ও শরীয়তপুরে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত

জরাজীর্ণ ভবন, শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, শিক্ষক স্বল্পতা, চেয়ার-টেবিলের অভাবে টাঙ্গাইল ও শরীয়তপুরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। খবর সংবাদাতাগণের।

টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইল জেলায় সরকারী ও বেসরকারী মোট ১২৪৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকার গৃহীত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সরকারী ৯৩৬টি ও বেসরকারী ৩০৮টি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনিয়ম ও স্বেচ্ছারিতায় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ব্যাহত হচ্ছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের ছেলেমেয়ে বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যমতে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের ছেলে মেয়ের সংখ্যা জেলার ১১টি থানায় ৪ লাখ ৬ হাজার ১২ জন। এর মধ্যে এ পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী ১২৪৪টি বিদ্যালয়ে ১ লাখ ৬ হাজার ৪শ' ৭৭ জন ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। বাকি প্রায় ৩ লক্ষাধিক ছেলেমেয়ে সর্বজনীন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, বিদ্যালয় রেজিস্টার বহিতে বিদ্যালয় এলাকার জরিপ অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। লিপিবদ্ধ তালিকা অনুযায়ী কোন বিদ্যালয়েই ছাত্রছাত্রী হাজিরা সঠিক পাওয়া যায়নি। বিদ্যালয় প্রধানগণ ছেলেমেয়েদের নামের তালিকা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করে দায়িত্ব পালন করছেন। বিদ্যালয় এলাকায় ছেলেমেয়েরা কেন বিদ্যালয়ে গড় হাজির থাকছে তার কোন সঠিক কারণ সংগ্রহ করছেন না। বিদ্যালয় এলাকায় ছেলে মেয়েদের অনেক অভিভাবক এখনও জানেন না তার ছেলেমেয়ের শিক্ষার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছে।

এর মধ্যে টাঙ্গাইলে ১১টি থানার ১১টি ইউনিয়নে সরকারী, বেসরকারী ও একতেদায়ী মাদ্রাসায় খাদ্যের বিনিময়ে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শতকরা ৪০ জন ছেলেমেয়ে মাসিক ১৫ কেজি করে গম পাচ্ছে। একই পিতার ২ ছেলেমেয়ে হলে ২০ কেজি গম পাবে। অভিভাবকরা নিয়ম অনুসারে গম পাচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রিকৃত ছাত্র ছাত্রীদের নামের তালিকা অনুযায়ী গম বিতরণ দেখালেও তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে উপস্থিত না থাকার কারণে তারা গম পাচ্ছে না। গম বিতরণে শিক্ষকসহ স্থানীয় একশ্রেণীর প্রভাবশালী ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। যার জন্য সরকার গৃহীত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও খাদ্যের বিনিময়ে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

শরীয়তপুর

স্কুল ভবন জরাজীর্ণ, আসবাবপত্রের অভাব, অভিভাবকদের অক্ষমতা শিক্ষক স্বল্পতা প্রভৃতি কারণে শরীয়তপুর জেলার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ব্যাহত হচ্ছে।

প্রমত্তা পদ্মার ভাঙ্গন কবলিত এই জেলার শতকরা ৮০ ভাগ লোক কৃষিজীবী। দরিদ্র অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের দিয়ে সংসারে আয়ের চেষ্টা করে। ফলে এ জেলার অসংখ্য ছেলেমেয়ে পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শরীয়তপুর জেলার ৬টি থানার মোট ৫৫১টি প্রাইমারি স্কুলের মধ্যে ৩৯৬টি সরকারী ৮৬টি রেজিস্ট্রিকৃত বেসরকারী ও ৬৯টি অ-রেজিস্ট্রিকৃত বেসরকারী স্কুল আছে। ৩৯৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৮টি বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা খুবই শোচনীয়। এসব পুরনো জীর্ণ ভবনের ছাদ দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে। এই জরাজীর্ণ ২৮টি স্কুল ভবন ভেঙ্গে পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন। এছাড়া ৩৯টি জীর্ণ স্কুলভবন জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা দরকার। জেলার ৭টি স্কুলে কোন চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও ব্লাকবোর্ড নেই। অনেক স্কুলে মাত্র একটি করে চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চ আছে।

এদিকে অনেক স্কুলে ছাত্ররা স্থানাভাবে স্কুলের, মেঝেতে ঠাসাঠাসি করে পার্শ্ববর্তী মাঠে বা গাছ তলায় বসে ক্লাস করে। জেলায় ৬ থেকে ১০ বছরের স্কুল গমনোযোগী শিশুর সংখ্যা ১ লাখ ৭২ হাজার ৭৫৮ জন। এর মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী স্কুলে যায় ১ লাখ ৩৭ হাজার ৭৪২ জন। বাকি ৩৪ হাজার ১৬ জন স্কুলে যায় না। সরকারী হিসাবে শরীয়তপুর জেলায় শিক্ষা বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। জেলার ৩৯৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার ৫৩২ জন শিক্ষকের মঞ্জুরিকৃত পদ থাকলেও ৪০ জন প্রধান শিক্ষক ও ১৭ জন সহকারী শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে।